দেশ সেরা বারো

দেশ সেরা বারো

রাজু আলাউদ্দিন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Desh Sera 12 by **Razu Alauddin**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : September 2020
Price : 500.00
US $ 25
ISBN 978 984 94901 1 1

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অন্য আলোয় ভিন্ন চোখে দেখার মতো
সুলেখিকা **বিপাশা চক্রবর্তী**কে

কৈফিয়ত

আমার নেওয়া প্রায় শতাধিক সাক্ষাৎকার থেকে কেন বারো জনকে সেরা বলে বাছাই করা হলো এর সদুত্তর দেওয়া আসলেই কঠিন। কলকাতার *দেজ* কিংবা *নাভানা* থেকে যখন তিরিশের কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন বের হচ্ছিল তখন অনেকটা কুণ্ঠা ও অস্বস্ড়ি নিয়েই কবিরা তাদের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটিকে মেনে নিয়েছিলেন। আজও যখন শ্রেষ্ঠ কবিতা বা গল্প উপন্যাসের সংকলন তৈরি হয় তখন কোনো একটি শ্রেষ্ঠ বা সেরা লেখার অনুপস্থিতির কারণে সংবেদনশীল পাঠক ক্ষুব্ধ বোধ করতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় প্রকাশক কর্তৃক বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং মূল্য সীমিত রাখার স্বার্থে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে সংকুচিত করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমিও নির‍ুপায় হয়ে এই সংকলনটিতে তাই করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি, পাঠকরা আমার এই অনিচ্ছাকৃত বর্জনকে মার্জনা করবেন।

আরেকটি কথা, বইটিতে কেবল লেখালেখির জগতের ব্যক্তিত্বদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানি, অনেক পাঠকই তাদের প্রিয় কোনো লেখকের সাক্ষাৎকারটি দেখতে না পেয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করবেন। প্রশ্নও তুলতে পারেন এদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। কিন্তু আমি মনে করি অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেই আমার বিবেচনায় সেরা; অবশ্যই তাদের কাজের স্বাতন্ত্র্য ও সৃজনশীল ক্ষমতার কারণে এবং বহুমাত্রিকতার কারণেও। হয়তো আরও কেউ কেউ থাকতে পারতেন। যারা থাকতে পারতেন বলে আমি নিজেও মনে করি, তাদের অনেকেরই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ আমার হয়নি। ভবিষ্যতে যদি কখনো তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ পাই তাহলে হয়তো আরেকটি খ‍ণ্ড প্রকাশিত হতে পারে একই শিরোনামে দ্বিতীয় খ‍ণ্ড হিসেবে। আপাতত এটিকে যদি প্রথম খ‍ণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেন তাহলে আনন্দিত হবো। এই সুযোগে আরেকটি জর‍ুরি কথাও বলে রাখতে চাই যে, গ্রহভুক্ত সাক্ষাৎকারগুলো উলি- খিত পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংস্করণেরই হুবহু প্রতিলিপি।

গ্রন্থে ব্যবহৃত শামসুর রাহমান, সৈয়দ হক, হুমায়ুন আজাদ ও আমার ছবিগুলো তুলেছেন আলোকচিত্রী হাসান বিপুল। ছবিগুলো ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে আমাকে তিনি কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন।

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর শ্রদ্ধাভাজন কর্নধার মোঃ আফজাল হোসেন সাহেব বইটি আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ করায় আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই গল্পকার অলাত এহসান ও সাব্বির জাদিদকে অত্যন্ড় পরিশ্রম করে সাক্ষাৎকারগুলোকে শ্র‍ুতি থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে।

রাজু আলাউদ্দিন
ঢাকা
১৮-০৯-২০২০

সূচিপত্র

গান্ধী কিন্তু ভীষণভাবে সমাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন ১১
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ধর্ম সাধারণত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতরে অনৈক্যই সৃষ্টি করে বেশি ৩৮
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

তখন হৃদয়টা এত উদ্‌বেল ছিল যে দৈহিক কামনা প্রধান হয়ে ওঠেনি ৬৬
শামসুর রাহমান

কোনটা দিয়ে কাকে ঠ্যাকাতে হবে খুব ভালো বুঝতেন ৮৮
সনজীদা খাতুন

আমি কখনো কলকাতায় গিয়ে আমার লেখা ছাপাই না ১৩০
সৈয়দ শামসুল হক

তিরিশের কবিরা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি কবি নন ১৪৬
আল মাহমুদ

রাজনীতি এবং সহিংসতা— এ দুইয়ের বিভাজন করতে হবে ১৬৪
আনিসুজ্জামান

পুরুষগুলো হাপিত্যেশ করতে থাকে এক একটা মেয়ের জন্য ১৯৮
গোলাম মুরশিদ

পাকিস্তান আমলেও যতটা অসাম্প্রদায়িক কথাবার্তা চলত,
এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে ২৩০
শামসুজ্জামান খান

আমি যদি পুরো জীবন ব্যয় করে একটা উপন্যাস লিখতে পারতাম ২৬১
আহমদ ছফা

মানুষ কী এক অজানা কারণে ফরহাদ মজহার বা
তসলিমা নাসরিনের চাইতে আমাকে বেশি বিশ্বাস করে ২৭৬
নির্মলেন্দু গুণ

আমাদের কত বিকারগ্রস্ত, কত উন্মাদ প্রতিভা হয়ে বসে আছে... ২৯২

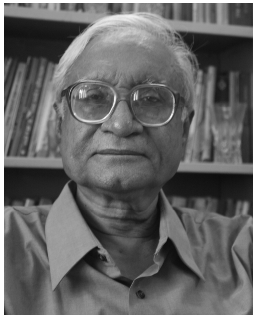

গান্ধী কিন্তু ভীষণভাবে সমাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন

১৯৩৬ সালের ২৩শে জুন জন্মগ্রহণকারী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের প্রথম সারির সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের একজন। বাক্‌স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার-বিষয়ক আন্দোলনের পুরোধা। এসবের পাশাপাশি তিনি লেখক হিসেবেও সুপরিচিত।

সম্পাদনা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ মিলিয়ে তার গ্রন্থের সংখ্যা আশির মতো। দীর্ঘকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যাদের নিরলস অবদানে সমৃদ্ধ তিনি তাদের অন্যতম। মার্ক্সিস্ট চিন্ড়া-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'নতুন দিগন্ড়'— পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার বাসভবনে আমার সাথে তার এই দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল ২০১০ সালের শেষের দিকে। মুস্ড়াফিজ মামুনের ধারণ করা সেই দীর্ঘ আলাপচারিতার অনুলিখন এই সাক্ষাৎকার।

রাজু আলাউদ্দিন : প্রথমেই শুরু করা যাক এভাবে যে, আপনি তো দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত এবং এখনো আছেন। তো এটা হয় কি না মনস্ড়াত্ত্বিকভাবে যে যখন কেউ সাক্ষাৎকার নিতে আসে তখন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রশ্ন করে এবং আপনি উত্তর দেন।

কিন্তু শিক্ষকতার জীবনে আপনি প্রশ্ন করেন এবং ছাত্ররা উত্তর দেয়— এতে কোনো অস্বস্ড়িবোধ হয় কি না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : না ঐরকম কোনো অস্বস্ড়িবোধ হয় না। আসলে আমি আবার লেখার কাজও করি, লিখতে পছন্দ করি, লেখাও আমার অভ্যাস। কাজেই লেখাটাও এক ধরনের যোগাযোগ বটে, মানে সেটা হচ্ছে এই যে আপনি বলছেন, প্রশ্ন করছি উত্তর দিচ্ছি। লেখার মধ্য দিয়েও আমরা কল্পনা করি যে একজন পাঠককে বলছি এবং সেই পাঠকের উদ্দেশে আমার কথাগুলো সাজাচ্ছি। তো সেদিক থেকে আমার কোনো অস্বস্ড়ি লাগে না বা অসুবিধা হয় না।

রাজু আলাউদ্দিন : আপনার বেকনের মৌমাছি, ওপরকাঠামোর ভেতরেই, তাকিয়ে দেখি, তারপরে আমার পিতার মুখ— এই প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর মধ্যে আপনার গদ্যের যে প্রসাদগুণ সেটা হচ্ছে স্বচ্ছতা এবং সাবলীলতা— এই গুণের পেছনে আপনার পূর্ব কোনো আদর্শ ছিল কি না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : হ্যাঁ, আদর্শ ছিল, মানে লেখার জগতে আমরা সকলেই— লেখক যারা হই বা হইনি— তারা তো রবীন্দ্রনাথ পড়েই প্রভাবিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে, আশ্চর্য এই যে, আপনি স্বচ্ছতা বলেন সাবলীলতা বলেন— সেটা রয়েছে। আমি আমার প্রথম জীবনে কয়েকজন লেখকের রচনারীতিকে খুব পছন্দ করতাম। একজন হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী যার লেখার মধ্যে এক ধরনের বৈদগ্ধ্য আছে আর একজন হচ্ছেন শিবরাম চক্রবর্তী যার লেখার মধ্যে খুব কৌতুক আছে, মানে কৌতুকের সাথে কথা বলেন। আর একজন হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু যার লেখার মধ্যে এক ধরনের কবিতা আছে।

তো এই লেখকদের প্রভাব আমার ওপরে পড়েছে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথকেই আমরা মনে করি যে শেখার ব্যাপারগুলো তার কাছেই যেতে হয় শেখার জন্য।

রাজু আলাউদ্দিন : মানে গদ্যের যে সাবলীলতা...

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : হ্যাঁ, সেটা রবীন্দ্রনাথের ভেতর যেরকম আছে সেরকম আর কোথাও নেই। কিন্তু আমরা অন্যভাবে যে প্রমথ

চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুর কথা বললাম, এদের লেখার মধ্যেও নিজস্ব গুণ আছে কতকগুলো। সেই গুণগুলো আমাকে প্রভাবিত করেছে।

রাজু আলাউদ্দিন : এদের মধ্যে ঐ সময় বাঙালি মুসলমান লেখক যেমন আবদুল ওদুদ বা হুমায়ুন কবিরও লিখেছেন— তিনি বোধহয় প্রধানত ইংরেজিতে লিখেছেন। তো এই মুসলমান লেখকদের প্রবন্ধ, মানে ওদুদ সাহেবের যে প্রবন্ধ, ওটার মধ্যে স্বচ্ছতা আছে সাবলীলতা আছে। ওইটা আপনার কীরকম মনে হয়?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : না, আমি আবার প্রবন্ধগুলোকে অনেকটা, আপনি যে বইগুলোর উলে- খ করলেন, ঐ বইগুলো আমার প্রথম জীবনের লেখা এবং ঐ বইগুলোর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গি আছে। তো আমি প্রবন্ধগুলো যখন গভীর বিষয় নিয়ে লিখি তখনো একটা ব্যক্তিগত, কথোপকথনের ভঙ্গিতে বলি। সেজন্য যেমন কাজী ওদুদের কথা বললেন, এরা বেশ গম্ভীরভাবে লেখেন; আমি ঠিক ঐভাবে লিখিনি। আমাকে অনেকে বলত আমার প্রবন্ধগুলো রম্যরচনা হয়ে যাচ্ছে। তো রম্যরচনা আমি একে মনে করি না। আমি মনে করি যে এগুলো পাঠকের কাছে পৌঁছানো দরকার এবং হৃদয়গ্রাহী করা দরকার। সেই হৃদয়গ্রাহী করার জন্য প্রকাশের ব্যাপারটা জটিল না করে স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে, উপমার মধ্য দিয়ে বা বাগ্বিধি তৈরি করে পৌঁছানো দরকার। পৌঁছানোটা খুব জর"রি। এজন্য বিষয় এবং পৌঁছাবার রীতি— এই দুটোকে আমি একসাথে করি। বিষয়টা তখন স্বচ্ছ হয়ে যায় বলে আমার ধারণা।

রাজু আলাউদ্দিন : হ্যাঁ, সেটা আপনার একেবারে সর্বশেষ প্রবন্ধের মধ্যেও আছে। কথোপকথনের, এক ধরনের স্বগত ভঙ্গি, সেটা আপনার একদম সর্বশেষ কলামটার মধ্যে আমরা পাই। কিন্তু এতে আপনি কোনো সমস্যা বোধ করেন কি না? যেমন ধরেন, এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গির কারণে আপনি যে-বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চান সে জায়গাটায় আপনি খুব দ্র"ত পৌঁছাতে পারেন কি না? ভঙ্গিটা আপনাকে বাধাগ্রস্ড় করে কি না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : না, আমি কোনো ভঙ্গি দিয়ে ভোলাতে চাই না মানুষকে। আমার মধ্যে বক্তব্যটাই আসে, বক্তব্যটাকেই আমি উপস্থাপন করার সময় ঐ সমস্ড় সহজগ্রাহ্য, হৃদয়গ্রাহী, স্বচ্ছ অথবা সাবলীল যাই বলেন, এগুলো এর মধ্যে আনতে চাই, তখন কিন্তু বিষয়টা ঠিকই থাকে এবং আমি দেখেছি যে লিখতে লিখতে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে আসে। মানে যেহেতু আমি আর একজনের কাছে, একজন কল্পিত শ্রোতার কাছে আমার বক্তব্যটা পৌঁছাতে চাচ্ছি, যেন তার সঙ্গে আমার কথোপকথন চলছে এবং তখন আমার ঐ বিষয়বস্তুটা ওর মধ্য দিয়ে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা এমন : আমার বক্তব্যটা আগে যতটা ছিল তার তুলনায় লেখার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে— এটা আমার মনে হয়।

রাজু আলাউদ্দিন : সেই অর্থে তো আমার মনে হয় আপনার প্রিয় লেখক হওয়া উচিত পে-টো ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : হ্যাঁ, পে-টো তো বটেই। পে-টোর কথা আনলাম না কারণ পে-টো তো কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে, উপমা দিয়ে বলেছেন। তিনি অনেক বড়ো মাপের লেখক তো!

আমি অত বড়ো মাপের লেখকের কথা আনলাম না। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যারা আছেন তাদেরকেই আনলাম।

রাজু আলাউদ্দিন : না, তারপরও, তাদের কাজের সাথে তো আপনি বিশেষভাবে পরিচিত এবং তাদেরই একজন যেমন অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব আপনি অনুবাদও করেছেন। এটি আমার অসম্ভব প্রিয় একটি বই। আর প্রিয় প্রধানত দুটি কারণে, একটি হচ্ছে অনুবাদের প্রসাদগুণ আর একটি আপনার এই যে ভূমিকা, এত চমৎকার ভূমিকা! আমার মনে হয় এটি আপনার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের একটি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ধন্যবাদ, হ্যাঁ আমি অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বটাকে অনুধাবন করেছি।

ওইটা খুব গুর"ত্বপূর্ণ বই এবং কঠিন বই, কঠিন বিষয়। কাব্য খুব সহজ জিনিস কিন্তু কাব্যতত্ত্ব জিনিসটা,— বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে উনি নির্দিষ্ট করে ট্র্যাজেডির বিষয় আলোচনা করেছেন— সেটা

অত্যন্ড় কঠিন বিষয়। উনি কিন্তু লিখিতভাবে বলেননি। উনি বলেছেন অন্যরা, ছাত্ররা সেগুলো লিখে নিয়েছেন। সেগুলো থেকে এটা আমরা পেয়েছি। তো এখন যেমন ধরেন শেকসপিয়রের কথা, আমরা তো শেকসপিয়র পড়াই বা শেকসপিয়র পড়েছি। কিন্তু তার কাছ থেকেও আমাদের শেখার ব্যাপার অনেক আছে। অল্প কথায় বেশি কথা বলা বা আমায় যদি আরও লেখকের কথা বলেন, বিদেশি সাহিত্যের কথা বলেন যেগুলো আমি পড়াই বা পড়িয়েছি— নিজে তো অবশ্যই পড়েছি, যেমন ফ্রান্সিস বেকন, তার যে প্রবন্ধগুলো, সেই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে অল্প কথায় অনেক কথা বলা হয়ে যায় এবং এই অল্প কথায় অনেক কথা বলাটাও একটা গুণ বটে। আমি অবশ্য কথা অল্প বলি না, কিন্তু ঐ ধরনের একটি উক্তি যদি করতে পারি যে উক্তি মানুষের মনের মধ্যে স্পর্শ করবে। লিখে কোনো অর্থ হয় না যদি মানুষকে স্পর্শ করতে না পারি। দায়সারা গোছের লেখা লিখতে গেলে সেটা লেখা হয় কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে এটা কোনো প্রভাব ফেলে না। আর আপনি যে বলছিলেন ধ্রুপদি সাহিত্য, এই ধ্রুপদি সাহিত্যের ওপরেও লিখেছি। আমি শেকসপিয়রের মেয়েরা, তাদের ওপরে একটা বই লিখেছি।

বিভিন্ন দেশের ভাষায় ধ্রুপদি সাহিত্যের নারীচরিত্রগুলো যে আছে তাদেরকে নিয়েও লিখেছি। তবে সেই সমস্ড় বিষয় পড়তে গিয়েই আমার উপলব্ধিটা অনেক বেড়েছে কিন্তু আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি খুব সহজভাবে।

রাজু আলাউদ্দিন : শেকসপিয়র আপনাকে পড়াতে হয় এবং শেকসপিয়রের নারীচরিত্রগুলো নিয়ে আপনি বইও লিখেছেন। শেকসপিয়র সম্পর্কে আপনার নতুন কোনো অবজারভেশন আছে কি না। মানে, আমি একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করি, আপনি জানেন যে তলস্ড়য় শেকসপিয়রের বিপক্ষে ছিলেন। উনি মনে করেছেন যে, শেকসপিয়রের চরিত্রগুলো এত গুছিয়ে কথা বলে যে এটা কৃত্রিম মনে হয়। বাস্ড়বে আমরা সেভাবে কথা বলি না আসলে বা বাস্ড়বে আমরা সেরকমভাবে আচরণ করি না। এই একটি প্রধান যুক্তি দিয়ে— আরো কতকগুলো যুক্তি আছে— তিনি শেকসপিয়রকে একরকম বর্জন

করছেন। আপনার কী মনে হয়?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই নিজস্বতা আছে। তলস্ড়য় এক ধরনের সাহিত্যিক, শেকসপিয়র আরেক ধরনের সাহিত্যিক। তলস্ড়য় কিন্তু জীবনকে ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। যদিও তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি আনা কারেনিনা একটা ট্র্যাজেডি। তিনি মহাকাব্যের লোক, শেকসপিয়র হচ্ছেন নাটকের লোক। মহাকাব্যের মধ্যে যখন ট্র্যাজেডি থাকে তখন একটি প্রবাহের মধ্যে ট্র্যাজেডিটা আসে। আর যেমন ধরুন, কিং লিয়ারের মতো ট্র্যাজেডি, সেটাকে অনেকেই পছন্দ করতে পারতেন না। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই ধরনের ট্র্যাজেডি পছন্দ করতেন না। তো এক একজন লেখকের এক এক ধরনের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এবং তারা নিজস্ব কারণে পছন্দ-অপছন্দগুলোকে গড়ে তোলেন।

আমি তলস্ড়য়ও পছন্দ করি, শেকসপিয়রও পছন্দ করি। এবং এটা ঠিক নয় বা এটা ভুলই বলব যে দুই বিপরীত ধরনের লেখকের একজনকে যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে তার উলটোদিকে অন্যজনকে আপনি পছন্দ করতে পারবেন না। সেটা ঠিক নয়। আপনি সকল লেখককেই পছন্দ করবেন এবং প্রত্যেকের নিজস্বতাটাকে বুঝে নেবেন। এটা হচ্ছে আমার নিজের উপলব্ধি।

রাজু আলাউদ্দিন : সেটা ঠিক, আপনি যেটা বললেন যে প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব রুচি থাকে, ধরন থাকে পছন্দ করবার কিন্তু যেই যুক্তিতে শেকসপিয়রকে ইয়ে করতে যাচ্ছে সেই যুক্তিটি আপনার কাছে সঠিক কি না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : না, ঐ যুক্তিটা সঠিক মনে হয় না। শেকসপিয়র তো গুছিয়ে বলবেনই এবং দ্বিতীয়ত শেকসপিয়রের বিরুদ্ধে তলস্তয়ের আরেকটা আপত্তি ছিল যে শেকসপিয়র বড়ো বেশি দেশপ্রেমিক মানে স্বদেশি, নিজের দেশের কথা বড়ো বেশি করে তুলে ধরেন।

রাজু আলাউদ্দিন : এটা তো আমার কাছে ঠিক মনে হয় না কারণ শেকসপিয়রের বেশিরভাগ কাহিনি তো...

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : না, ইংরেজদের ইতিহাস নিয়ে নাটক ছিল, সেগুলো নিয়ে সে এরকম একটা কথা বলেছিল।

রাজু আলাউদ্দিন : আপনার একটা বই আছে। আমি জানি না সেটা এখন আবার নতুন করে বেরিয়েছে কি না, অনেক আগে পড়েছিলাম। এই প্রসঙ্গেই আমার মনে পড়ছে ইংরেজি সাহিত্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারা। ঐখানে আপনি যেমন ডি. এইচ. লরেন্স কিংবা জেমস জয়েস— এরকম ধারার যারা লেখক তাদেরকে আপনি প্রতিক্রিয়াশীল বলেই আখ্যায়িত করেছেন। তো আপনার মতামত কি এখনো ঠিক ঐ জায়গাতে আছে নাকি বদলেছে আপনার মতামত?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ঐটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে এবং এই লেখকদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলো সেগুলোকে কিন্তু আমি এখনো প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাই মনে করি।

বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীটাকে তারা যেভাবে দেখছিলেন সেই দেখার মধ্যেই একটা আধুনিকতা ছিল, তারা খুবই আধুনিক, কিন্তু তারা আবার চিন্তার দিক থেকে ভয় পেয়ে গেছেন। পেছনের দিকে যাচ্ছেন কেউ, কারো প্রবণতা ধর্মের দিকে, কারো প্রবণতা ফ্যাসিবাদের দিকে। তো এই বড়ো বড়ো লেখকরা এই জিনিসগুলো করছেন তখন, যেহেতু তারা পুঁজিবাদকে গ্রহণ করতে পারছেন না। প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে পুঁজিবাদের বির ুদ্ধে। পুঁজিবাদের বির ুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। তখন প্রয়োজন যেটা ছিল এখনো মনে হয় যে পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে আরো সামনে যেতে হবে, যেটা তলস্ড়য় করেছেন। তলস্ড়য় লেখার মধ্যে; তলস্ড়য় তো বিশ্বযুদ্ধ দেখেননি, তার আগেই লিখেছেন। তার লেখার মধ্যে আমরা র ুশ বিপ-বের পদধ্বনি শুনতে পাই। এই অর্থে যে তলস্ড়য় ঐ যে র ুশ সমাজ, সেই সমাজের যে দ্বন্দ্বগুলো চলছে, যে অন্ড়ঃসারশূন্যতা তৈরি হয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের নিঃসঙ্গতা দেখা দিয়েছে— এগুলোকে তলস্ড়য় তুলে ধরেছেন। তুলে ধরে এই যে উপস্থাপনা, এই যে সামনে নিয়ে আসা— এর মধ্য দিয়ে বিপ-বকে সহায়তা দিয়েছেন যাতে করে

মানুষ বুঝতে পারে যে এই সভ্যতা অন্ড়ঃসারশূন্য হয়ে গেছে। কেবল অন্ড়ঃসারশূন্য নয়, এই সভ্যতা নিষ্ঠুর, এখানে সংবেদনশীল মানুষরা খুব কষ্টের মধ্যে থাকে এবং তাদের ওপরে এই গোটা রাজ্যটা চেপে বসে আছে। পুঁজিবাদের ঐ বিকাশটাকে তলস্ড়য় মেনে নিতে পারেননি। সেজন্য আমি তলস্ড়য়কে একজন পুঁজিবাদবিরোধী লেখক মনে করি। তলস্ড়য় অনেক আগে এসেও অনেক বেশি আধুনিক। তিনি তার সমাজকে যেভাবে উন্মোচিত করেছেন সেই উন্মোচন অত্যন্ড় গভীর। ঐ সমাজের যে সীমা সেই সীমাকে লঙ্ঘন করার জন্য মানুষের মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি করেছেন এভাবে যে এটা তো নিষ্ঠুর, এটাকে মেনে নেওয়া যায় না, এটাকে বদলাতে হবে।